

National Housing Finance and Investments Limited

CEO statements and declaration on AML/CFT for the year 2020

11 February, 2020

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে এবং আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বসহকারে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এ সকল কার্যক্রম সফল করার ক্ষেত্রে আপনাদেরও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। আপনারা জানেন, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন-এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অপরাধ শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয় বরং আন্তর্জাতিক সমস্যাও বটে। এ সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের রয়েছে দৃঢ় অবস্থান। এই অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ-সম্পত্তির উৎস গোপন করে তার অবৈধ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে স্মাগলিং, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, অর্থ পাচার, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদ, অস্ত্র পাচার/চোরাচালান, সন্ত্রাসসহ, নানামাত্রিক ঝুঁকির উদ্ভব ঘটে থাকে। এ ধরনের অপরাধ রোধ করা না গেলে ঝুঁকির পরিমাণ প্রতিনিয়ত বাড়বে এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হবে। তাই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বাংলাদেশে ২০০২ সালে সংশ্লিষ্ট আইন জারির মাধ্যমে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদণ্ডের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে আইনের সংশোধন করা হয়। সবশেষ জাতীয় সংসদে বিল পাশ করে গেজেটের মাধ্যমে ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এবং ১২ জুন, ২০১৩ তারিখে সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করা হয়। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বর্তমানে বাংলাদেশের আইনি কাঠামো আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে।

গ্রাহকদের বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রাহককে সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করা গেলে অপরাধীরাও ভালো গ্রাহকের ছদ্মবেশে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের মতো অপরাধ ঘটাতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতার কারণে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে ঋণ তহবিলকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নাজুক অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যা সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার জন্য মোটেই কাম্য নয়। এসকল ক্ষেত্রে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। একইসঙ্গে যে কোনো ঋণ প্রস্তাবের কাক্ষিত মানের 'ডিউ ডিলিজেন্স' একান্ত কাম্য। খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই কেউ যেন অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত কোন অনৈতিক হস্তক্ষেপ ও ছদ্মবরণে অনাকাঙ্ক্ষিত ঋণ সুবিধা না নিতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত ০৮ জানুয়ারী, ২০২০ইং তারিখে, বিএফআইইউ সার্কুলার নং-২৫ এর মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে “Guidelines on Electronic Know your Customer (e-KYC)” জারী করেছে। e-KYC হল দ্রুত সময়ে গ্রাহকের পরিচয় শনাক্ত ও যাচাইকরণ প্রক্রিয়া। উক্ত প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের KYC profile maintain করা হয় ডিজিটাল ফর্মে এবং ডিজিটাল উপায়ে গ্রাহকের ঝুঁকি গ্রেডিং নির্ণয় করা হয়। এটি গ্রাহকের KYC করার একটি দ্রুততর digital প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রাহকের ডকুমেন্ট বা বায়োমেট্রিক ডাটা যাচাই করা হয়ে থাকে। উক্ত গাইডলাইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিপালনের জন্য শাখা প্রধান সহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনায় বিএফআইইউকে আইনগতভাবে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে বিএফআইইউ বিভিন্ন সময়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে। এসব নির্দেশনা পরিপালনে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত থাকলেও CAMLCO, DCAMLCO ও BAMLCO হিসেবে আপনাদের দায়দায়িত্বই বেশি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা আপনাদের ওপরই থাকবে- এটাই স্বাভাবিক। সব রকমের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আপনাদের ওপর অর্পিত এই দায়িত্ব পালন করতে

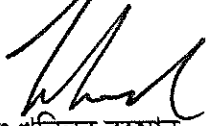
হবে। বিএফআইইউ কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ওপর পরিচালিত অনসাইট পরিদর্শনে আমাদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ পরিপালনে শৈথিল্যতা কোনভাবেই কাম্য নয়। বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজে) কর্তৃক বিগত অক্টোবর ২০১৫ অনসাইট ভিজিট সম্পন্ন হয়েছে। তবে তৃতীয় পর্বের এই মিউচুয়াল ইন্ডালুয়েশনের খসড়া রিপোর্টেও রিপোর্টিং এজেন্সিসমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের বেশকিছু দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

সহকর্মীদের কাছে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরবেন এবং তাদের দায়- দায়িত্ব সঠিকভাবে পরিপালনে বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবেন। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনেও কর্মকর্তাদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে শাস্তির বিধান রয়েছে। আপনারা যদি গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে সঠিকভাবে তাদের পরিচিতি নিশ্চিত করেন, নিয়মিত গ্রাহকের লেনদেন ও কার্যক্রম মনিটর করেন এবং বিএফআইইউ'র নির্দেশনা মোতাবেক যথাসময়ে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহলেই মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। মনে রাখবেন BFIU নন কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে অনেক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা আরোপ করেছে। আমাদের প্রতিষ্ঠান যেন এধরনের পরিস্থিতির শিকার না হয় এবং আপনাদের প্রতিষ্ঠানটি যেন এর সুনাম অব্যাহত রাখতে পারেন সেজন্য নির্ধারিত দায়-দায়িত্ব পরিপালনে আপনাদের আরো সচেতন হতে হবে। একইসঙ্গে ডিজিটাল এই যুগে আপনাদের লেনদেনেও সাইবার ঝুঁকি বেশ প্রকট। আমাদের সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হবে।

এ সময়ের আলোচিত বিষয় হল অবৈধ অর্থের মাধ্যমে “ক্যাসিনো” ব্যবসা পরিচালনা। বিশ্বে এখন অর্থ পাচারের অন্যতম মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাসিনো বা জুয়া। বিদেশে টাকা পাচার করার চেয়েও ক্যাসিনোর মাধ্যমে টাকা উপার্জনও বড় অপরাধ, যা মানিলন্ডারিং আইনে শাস্তিযোগ্য। এ বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা ও কার্যকর পদক্ষেপ অবলম্বন করতে হবে যাতে করে আমাদের প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রমের অনুপ্রবেশ না ঘটে।

আমি আশা করি, আলোচ্য কনফারেন্সে যে সকল বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হবে তা থেকে আপনারা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবেন। এই কনফারেন্সের অর্জিত জ্ঞান আপনাদের প্রতিষ্ঠানের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের কাঠামো উন্নয়নে কাজে লাগাবেন। খেয়াল রাখবেন যেন কোনভাবেই আপনার প্রতিষ্ঠানটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা যদি পারস্পরিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে Sincerely মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করি তাহলে আমরা একটি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নমুক্ত সুসংহত আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো।

ধন্যবাদ সবাইকে।



মোঃ খলিলুর রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক